দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক

প্রথম পক্ষ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টরেট), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দ্বিতীয় পক্ষ

প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ, বাড়ি ২৮/এ, রোড ৫, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫

১. সমঝোতা স্মারকের সারসংক্ষেপ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন যৌথভাবে নিজেদের পারস্পরিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে দেশের বৃহত্তর উন্নয়নের স্বার্থে কার্যক্রম পরিচালনা করতে এই স্মারকচুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ সরকারের "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়াও, সমঝোতা স্মারকটি টেকসই নগর উন্নয়নে "প্যারিস ক্লাইমেট এগ্রিমেন্ট" ও "সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাসটার রিস্ক রিডাকশন" এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের কাজে ভূমিকা রাখবে।

২. সময়সীমা

স্মারকচুক্তি স্বাক্ষরের দিন থেকে পরবর্তী এক (১) বছর। তবে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে।

৩. সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রথম পক্ষ: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টরেট)

বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৫ সালে এর কার্যক্রম শুরু করে।

জন্মলগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর বন্দর ও শিল্প এলাকা সমূহের ভূমি ব্যবহার বিষয়ক মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শহর এলাকার ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিকনির্দেশনা প্রদান করে আসছে যা এসব এলাকাসমূহের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠানটি নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহকে জাতীয় কাউন্সিলের অনুমোদনপূর্বক স্থান নির্ধারণে সহায়তা করে। মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক কারিগরি সহযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহকে তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

PRACTICAL ACTION

দ্বিতীয় পক্ষ: প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ

প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। দারিদ্র্য বিমোচনে কল্যাণকর ও টেকসই সমাধান উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও উদ্বুদ্ধকরণে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৩ ও ১৭ অর্জনে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন-এর কার্যক্রম এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত। সংস্থাটির কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে: নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি; পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা; দুর্যোগসহিষ্ণু সার্বিক কৃষি কার্যক্রম; দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার; উৎপাদনশীল ব্যবহারে বিকল্প জ্বালনির প্রয়োগ এবং ছোট, মাঝারি ও প্রান্তিক চাষির বাজার অভিগম্যতা সৃষ্টি।

৪. উদ্দেশ্য

জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে উভয় পক্ষের 'সাধারণ লক্ষ্যসমূহকে (Common Vision)' কাঠামোবদ্ধ করে যৌথভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করা। প্রাথমিক পর্যায়ে এ সমঝোতা স্মারকটির মাধ্যমে উভয় পক্ষ 'পয়ঃ ব্যবস্থাপনা' ও 'গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বাজার-অভিগম্যতা' সৃষ্টি করতে ভূমি-ব্যবহার-পরিকল্পনায় পরস্পরকে সহায়তা করবে। দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরবর্তী সময়-ও উভয় পক্ষ এই সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে ও পারস্পরিক সম্মতিতে অন্যান্য কার্যক্রম হাতে নিতে উদ্যোগী হতে পারবে।

৫. ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

৫.১ প্রথম পক্ষ: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টরেট)

- প্রকল্পের পরিকল্পনা পর্ব ও টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রস্তুতকালে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশনের (দ্বিতীয় পক্ষ) সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময় করা, যাতে সকল কর্ম এলাকার সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে পয়ঃপরিশোধন প্রণালীর নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম, যেমন: উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, জমির আয়তন নির্ধারণ, প্রযুক্তি নির্বাচন ও তার সম্ভাব্য খরচ, নগর ও গ্রামে এ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ সম্ভাব্যতা যাচাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি পরামর্শ দিতে পারে।
- কর্ম এলাকাসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রাক্কালে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন প্রণীত 'রুরাল সেল্‌স এ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার - আরএসএসসি' মডেলটিকে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও টেকসই উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিবেচনায় আনা।
- ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাজার-অভিগম্যতা বাড়াতে 'আরএসএসসি'র জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণের সময় প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশনকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা।
- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যান্য পার্টনারদের সাথে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশনের কার্যক্রম শেয়ার করার জন্য পরামর্শসভার আয়োজন করা। পার্টনারদের কার্যকর পরামর্শসমূহ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

- দাতা সংস্থা ও সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়কে উৎসাহিত করতে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশনের সাথে যৌথভাবে পারস্পরিক কারিগরি দক্ষতা ও জ্ঞানসমূহ শেয়ার করা।

৫.২ দ্বিতীয় পক্ষ: প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন

- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে (প্রথম পক্ষ) প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা, যাতে কর্ম এলাকার পয়ঃব্যবস্থাপনা প্রণালীর সকল কার্যক্রম, যেমন: উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, জমির আয়তন নির্ধারণ, প্রযুক্তি নির্বাচন ও তার সম্ভাব্য খরচ, নগর ও গ্রামে এ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ সম্ভাব্যতা যাচাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে (প্রথম পক্ষ) পয়ঃব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহ নীরিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনায় কারিগরি জ্ঞান-সহায়তা প্রদান করা।
- ভূমিহীন, ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাজার-অভিগম্যতা বাড়াতে 'আরএসএসসি'র জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে পরামর্শ দেয়া।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে 'আরএসএসসি'সমূহ যাতে স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।
- "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" অর্জনে যুব-নারী-জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে 'স্যানিমার্ট' কার্যক্রম হাতে নিতে প্রথম পক্ষকে কারিগরি জ্ঞান-সহায়তা প্রদান করা।
- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যান্য পার্টনারদেরকে উল্লিখিত সকল কার্যক্রমসমূহ পরামর্শসভার মাধ্যমে শেয়ার করা। পার্টনারদের কার্যকর পরামর্শসমূহ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সহায়তা করা।
- যৌথভাবে দাতা সংস্থা ও সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়কে উৎসাহিত করতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের (প্রথম পক্ষ) সাথে কারিগরি দক্ষতা ও জ্ঞানসমূহ শেয়ার করা।

৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নীতি ও নির্দেশনা মেনে চলবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজ নিজ কার্যক্রমের (সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী) সকল ব্যয় বহন করবে। তবে যে কোনো যৌথ অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান নোট ইস্যু করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিস্পত্তি করবে। আগামী এক বছরের কার্যক্রমসমূহ সংযুক্তিতে (annexure) উল্লেখ করা হয়েছে। সমঝোতা স্মারকের সময়সীমা বৃদ্ধিসাপেক্ষে পরবর্তী বছর বা বছরসমূহের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হবে।

৭. পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা এবং দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিষ্পত্তি:

যৌথ কার্যক্রম পরিচালনাকালীন উদ্ভূত যে কোনো ভুল বুঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব বা বিরোধ উভয় পক্ষ সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠু আলোচনার প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি করবে। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ মৌখিক অথবা লিখিতভাবে স্ব স্ব অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৮. আইনি প্রভাব:

এ সমঝোতা স্মারকটি উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির দলিল। এর সাথে আইনি কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। স্মারকটি উভয় পক্ষের একত্রে কাজ করার পারস্পরিক আস্থার প্রতীক।

৯. রিপোর্টিং, ডকুমেন্টেশন ও কমিউনিকেশন:

উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে। প্রাত্যহিক যোগাযোগের জন্য উভয় পক্ষ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে এক জন করে মুখপাত্র নিয়োগ করবে, যিনি সকল রকমের নথি, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, রিপোর্ট, কমিউনিকেশনস ম্যাটেরিয়াল, কেস স্টাডি ইত্যাদি সংরক্ষণ করবেন।

প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশনের পক্ষ থেকে লিখিত যোগাযোগ ও রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হবে। তবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ভাষা নির্বাচন করবে।

১০. ব্র্যান্ডিং:

সকল রকমের কমিউনিকেশনস উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন তার ব্র্যান্ড-নির্দেশনা মেনে চলে। তবে যৌথ প্রযোজনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্র্যান্ডিং বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নগর উন্নয়ন অধিপ্তরের ব্র্যান্ড-নির্দেশনা অগ্রাধিকার পাবে।

১১. নীতি-নির্দেশিকা অনুসরণ:

উভয় পক্ষ স্ব স্ব নীতি-নির্দেশিকা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যেমন: জেন্ডার, আইসিটি, মানব সম্পদ, ফাইনান্স, ইত্যাদি বিষয়ক নীতি-নির্দেশিকা। তবে সরকারি নীতি-নির্দেশিকা এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুসৃত হবে।

১২. মূল্যায়ন ও সংশোধনী:

উভয় পক্ষ এই সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে পরিচালিত সকল কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন করবে। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যে কোনো পক্ষ এ স্মারকের যে কোনো অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে।

১৩. স্মারক বাতিলকরণ ও সম্প্রসারণ:

স্বাক্ষরের তারিখ থেকে পরবর্তী এক বছর সমঝোতা স্মারকটি কার্যকর থাকবে। তবে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর কারণ দাখিলপূর্বক যে কোনো পক্ষ কম পক্ষে এক মাস পূর্বে নোটিশ দিয়ে এই সমঝোতা বাতিল করার অধিকার রাখে। উভয় পক্ষ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমঝোতা স্মারকটির মেয়াদ সম্প্রসারিত করতে পারবে।

১৪. মেধাস্বত্ব অধিকার:

এক পক্ষ অপর পক্ষের কার্যক্রমের সফলতাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করবে। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে উভয় পক্ষ একে অপরের কমিউনিকেশনস উপকরণ ও অন্যান্য উপকরণের মেধাস্বত্বের স্বীকৃতি প্রদান করবে।

উভয় পক্ষের এক (১) জন করে সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ ১৫ জুন ২০১৭ (১ আষাঢ় ১৪২৪) নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন।

ড: খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

হাসিন জাহান
কান্ট্রি ডিরেক্টর
প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ

সাক্ষী
নাম:
পদবী:
স্বাক্ষর

সাক্ষী
নাম: UTTAM KUMAR SAHA
পদবী: Head, Energy and Urban Services
স্বাক্ষর: